ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ 'ভূত' নিয়ে ফিরছেন অক্ষয়

পৃঃ ৫

কোহলি-গম্ভীরের ▶▶ সম্পর্ক কেমন?

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৫৮ ● কলকাতা ● ০৪ আশ্বিন, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে কাজে ফেরার ঘোষণা চিকিৎসকদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে কাজে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন চিকিৎসকরা। তারা আংশিকভাবে কাজে ফিরবে বলে জানিয়েছেন। শুক্রবারই (২০ সেপ্টেম্বর) তারা বিধাননগরে স্বাস্থ্যভবনের কাছ থেকে অবস্থান-বিক্ষোভে ইতি টানবেন। জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছেন, শুক্রবার মিছিল করে তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবেন।

তারপর নিজের নিজের হাসপাতালে গিয়ে বিভাগ-ভিত্তিক তালিকা তৈরি করবেন। যে সব জায়গায় তাদের কাজে যোগ দেয়া খুব জরুরি, সেখানে তারা কাজ শুরু করবেন। তারা এখনই বর্হিবিভাগ ও পূর্ব পরিকল্পিত অস্ত্রোপচারে যোগ দেবেন না। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে দেবাশিস হালদার বলেছেন, তারা আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসছেন না। দরকার হলে তারা আবার সম্পূর্ণ কর্মবিরতিতে যাবেন।

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতা ছাড়লেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ওই মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তিনি এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে। এর আগে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলাতেও নাম জড়িয়েছিল তাঁর। ওই মামলাতেই সন্দীপকে আগে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরে ধর্ষণ এবং খুনের মামলাতেও তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়।আরজি করের অধ্যক্ষ পদে বহাল হওয়ার আগে সন্দীপ কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের (সিএনএমসি) সুপার পদে ছিলেন। প্রাক্তন সহপাঠীদের একাংশের পর্যবেক্ষণ, ওই পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছিল সন্দীপের। কৌশিক জানান, ন্যাশনাল মেডিক্যালে সন্দীপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অনেক প্রাক্তন সহপাঠী তাঁর দেখাই পাননি। অনেককে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে সামান্য সময়ের জন্য দেখা করেছেন তিনি। কারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন, এমন উদাহরণও প্রাক্তন সহপাঠীরা দিতে পারছেন না।

সন্দীপকে নিয়ে বলতে গিয়ে প্রাক্তন সহপাঠীরা তাঁর সম্পর্কে 'অহঙ্কারী', 'আত্মকেন্দ্রিক', 'স্বার্থপর' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের সন্দেহ, লেখাপড়ায় 'গড়পড়তা' হয়েও তাঁর উত্থান কি 'প্রভাবশালী'

এরপর ৩ পাতায়

আর জি কর কাণ্ডের ধোঁয়াশা কাটছে না কিছুতেই

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডের ধোঁয়াশা কাটছে না কিছুতেই। রহস্যের জট কাটাতে এবার টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের পলিগ্রাফ করাতে চায় সিবিআই। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের নারকো টেস্টও করাতে চায় তদন্তকারীরা। এই মর্মে তারা। যদিও এখনও আইনি অনুমতি মেলেনি। সিবিআই সূত্রের খবর ছিল, আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের জেরায় একাধিক অসঙ্গতি মিলেছে। সেই ধোঁয়াশা কাটাতেই গুজরাটে নিয়ে গিয়ে তাঁর নারকো পরীক্ষা করাতে চায় তদন্তকারীরা। ইতিপূর্বে তাঁর পলিগ্রাফ হয়েছিস। কিন্তু নারকো পরীক্ষা করাতে রাজি হয়নি সন্দীপ। এবার আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই। এদিকে এই মামলায় ইতিমধ্যে ৯ জনের পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছে সিবিআই। এবার টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকেও পরীক্ষা করতে চায় তারা। আদালতে পেশের পরই এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। আইনি অনুমতি মেলে কি না সেদিকে তাকিয়ে সিবিআই। উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ আরও ৯ জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে শিয়ালদহের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম) আদালত। সেই মতো তাঁদের পলিগ্রাফ টেস্টও হয়েছে। পলিগ্রাফ টেস্ট হয়েছে এই কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়েরও।

ইউক্রেন যেতে অস্বীকার করেছেন মেক্সিকোর নতুন প্রেসিডেন্ট

রুশ সেনা কুরস্কের দুটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ান বাহিনী রাশিয়ার সীমান্তরেখা কুরস্ক অঞ্চলের নিকোলায়েভো-দাইনো এবং দারিনোর বসতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সামরিক-রাজনৈতিক বিভাগের উপ-প্রধান এবং আখমত স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো ইউনিটের কমান্ডার মেজর জেনারেল আপটি আলাউদিনোভ বলেছেন। 'গতকাল, রাশিয়ান ইউনিয়নের সৈন্যরা নিকোলায়েবো-দারিনোতে প্রবেশ করেছিল, তারা সেখান থেকে ইউক্রেনীয় সেনাদের তাড়িয়ে দেয় এবং এটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। আজ, তারা দারিনোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে,' তিনি তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বলেছেন। আলাউদিনভের মতে, ইউক্রেনীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করছে এবং রুশ সেনারা পুরো ফ্রন্টলাইন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমাদের ইউনিটগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন একটি করে বসতি মুক্ত করছে।' সুদজা জেলায়, রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের একটি যুদ্ধাস্ত্রের গুদাম, যানবাহন সহ একটি শেড, ড্রোন উৎক্ষেপণের এলাকা নিশ্চিহ্ন করেছে এবং বেশ কয়েকটি বাবা ইয়াগা ড্রোন গুলি করে ধ্বংস করেছে।

যুদ্ধ থামাতে অবাস্তব পরিকল্পনা জেলেনস্কির : সংঘাতের অবসানের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার পরিকল্পনা উপস্থাপণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার ভেতরে পশ্চিমা দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে হামলা, ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগ এবং ন্যাটোতে 'প্রাথমিক যোগদান' করার দাবি।

কিয়েভ বিশ্বাস করে যে, এ পদক্ষেপগুলি মস্কোর উপর অনুমতি প্রদান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র ইউক্রেনীয় সরকারি কর্মকর্তার বরাতে কিয়োডো নিউজ এজেন্সি এ তথ্য জানিয়েছে।

কিয়োডোর মতে, খসড়া নথিতে এটিএসিএমএস এবং স্টর্ম শ্যাডো মিসাইল, প্যাট্রিয়ট অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম, তাদের পরিমাণ, ডেলিভারি শর্তাবলী এবং উদ্দিষ্ট ব্যবহার সহ মার্কিন এবং ইউরোপীয় অস্ত্রের 'বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয়' পরিসরের রূপরেখা দেয়া হয়েছে। কিয়েভ দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার ভূখ-ে আঘাত হানার অনুমতিরও অনুরোধ করে এবং কুরস্ক অঞ্চলে হামলার ফলাফল স্পষ্ট করার লক্ষ্য রাখে। এছাড়াও, কিয়োডো বলেছে, এ পরিকল্পনায় ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগের জন্য একটি অনুরোধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দেশে ড্রোন এবং আর্টিলারি শেলগুলির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উল্লেখ করা, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থায় দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা এবং ইউক্রেনের ন্যাটোতে 'প্রাথমিক যোগদান' করার দাবি।

কিয়েভ বিশ্বাস করে যে, এ পদক্ষেপগুলি মস্কোর উপর সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক থেকে চাপ বাড়াবে। জেলেনস্কি সেপ্টেম্বরে মার্কিন সফরের সময় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের সময় পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করেছেন, কিয়োডো রিপোর্ট করেছে। এর আগে, জেলেনস্কি বলেছিলেন যে, সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে তার একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তিনি এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাইডেনের ওপর চাপিয়ে দেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেছেন, জেলেনস্কির বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করার কোনো মানে নেই।

প্রেসিডেন্ট ভন্নাদিমির পুতিন ইঙ্গিত করেছেন যে, ইউক্রেন পশ্চিমা সহায়তা ছাড়া রাশিয়ায় আঘাত হানতে অক্ষম কারণ এটি করতে স্যাটেলাইট গাইডেন্স এবং ফ্লাইট মিশন ডেটা প্রয়োজন। রাশিয়ান নেতা উল্লেখ করেছেন যে, ন্যাটো দেশগুলো এখন কেবল কিয়েভের পশ্চিমা দূরপাল্লার অস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক করছে না: আসলে, তারা ইউক্রেনের সংঘাতে সরাসরি জড়িত হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পুতিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, রাশিয়ার জন্য উদ্ভূত হুমকির ভিত্তিতে মস্কো সিদ্ধান্ত নেবে।

ইউক্রেন যেতে অস্বীকার করেছেন মেক্সিকোর নতুন প্রেসিডেন্ট : মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ক্লডিয়া শিনবাউম ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির আমন্ত্রণে ইউক্রেন সফর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যা তিনি আগে এক্সেলসিওরের সাথে একটি সাক্ষাতকারে বলেছিলেন। 'আমি ইউক্রেন সফরে যাওয়া উচিত বলে মনে করি না। আমি আবারও বলছি, আমরা পররাষ্ট্র নীতি এবং সংবিধানের নীতিতে কাজ করি,' শেনবাউম ইউক্রেন সফরের তার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন।

'আমাদের পররাষ্ট্র নীতি সংবিধান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট, মর্যাদাপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ। বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুসন্ধানের নীতিগুলি আমাদের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হবে। এটি আমাদের নীতি, এবং এটি এভাবেই থাকবে,' নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কুইটোতে মেক্সিকান দূতাবাসে হামলার পর, মেক্সিকোর ইকুয়েডর ছাড়া সব দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। 'আমার ক্ষেত্রে, আমার প্রধান কাজ হল মেক্সিকোতে শাসন করা; আমি কিছু আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নেব, যেগুলিকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, কিন্তু আমরা বেশি ভ্রমণ করব না - আমাদের দায়িত্ব এখানেই রয়েছে,' শিনবাউম জোর দিয়ে বলেন। তবে তিনি ব্রাজিলে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার কথা বিবেচনা করছেন বলে জানান।

সত্যের জয় হলো, পুজোর আগে

বাড়ি ফিরলো বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত

বেবি চক্রবর্ত্তী: বীরভূম: নিউজ সারাদিন : জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল। ইডির মামলায় জামিন পেলেন তিনি। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট তাঁকে জামিন দিয়েছে। এর আগে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেয়েছিলেন তিনি। এবার ইডির মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি। সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেলেও ইডির মামলায় জামিন পাননি বলে জেল বন্দি থাকতে হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে অনেকদিন। কিন্তু এবার ইডির মামলাতেও জামিন মেলায় জেল মুক্তি হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলের। ২০২২ সালে ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তারপরে গ্রেফতার করে সিবিআই। অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকেও গ্রেফতার করে তিহার জেলে রাখা হয়েছিল।কয়েকদিন আগে সুকন্যা মণ্ডলও জামিন পেয়ে এসেছেন। এবার অনুব্রত মণ্ডলও জামিন পেলেন। বেশ কয়েকটি শর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। তাতে কেষ্ট বীরভূমে ফিরতে হলেও আগে থেকে আদালতকে জানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্যে ফিরে কোন ঠিকানায় অনুব্রত মণ্ডল থাকবেন তা আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে তদন্তকারীদের। মোবাইল নম্বর আগে থেকে জানাতে হবে আদালতে।

দামোদর ভ্যালি রিজার্ভয়ার

রেগুলেশন কমিটি(ডিভিআরআরসি) জল ছাড়ার সব পরামর্শ দিয়েছে এবং এতে প্রতিনিধিত্ব আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঝাড়খণ্ড সরকার, কেন্দ্রীয় জল আয়োগ (সদস্য সচিব) এবং ডিভিসি-র

নতুনদিল্লি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ডিভিসি-র অধীনে আছে ৪টি বাঁধ- মাইথন, পাঞ্চেত, তিলাইয়া এবং কোনার। চূড়ান্ত জল ছাড়া হয় মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে। দামোদর ভ্যালি রিজার্ভয়ার রেগুলেশন কমিটি (ডিভিআরআরসি)-র পরামর্শ মতো সব জল ছাড়া হয়। ওই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঝাড়খণ্ড সরকার, কেন্দ্রীয় জল আয়োগ(সদস্য সচিব) এবং ডিভিসি-র প্রতিনিধি আছে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পরবর্তীতে ঝাড়খণ্ডের ওপর গভীর নিম্নচাপের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ১৪-০৯-২৪ থেকে ১৫-০৯-২০২৫ পর্যন্ত নিম্ন দামোদর উপত্যকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ডের উচ্চ উপত্যকায় ১৫-০৯-২০২৪ থেকে ১৬-০৯-২০২৪ ভারী বর্ষণ হয়েছে। বৃষ্টিপাত থেমে গেছে ১৭-০৯-২০২৪ থেকে। দামোদর নদের জন্য দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলি যেমন, আমতা চ্যানেল এবং মুন্ডেশ্বরীতে জলস্ফীতি ঘটেছে। অন্যান্য নদী যেগুলির সঙ্গে দামোদর নদের সংযোগ আছে যেমন, শিলাবতী, কংসাবতী এবং দারকেশ্বর প্লাবিত। এই কারণেই এই সময়ে বন্যার জল কমেছে খুব ধীরে। তেনুঘাট বাঁধ পরিচালনা করে ঝাড়খণ্ড সরকার। এটি ডিভিআরআরসি-র নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেখান থেকে বিশাল পরিমাণে ৮৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়ায় সমস্যা বেড়েছে। ঝাড়খণ্ড সরকার ডিভিআরআরসি-র আওতায় এই বাঁধকে আনতে রাজি নয়। ১৪-০৯-২০২৪ থেকে মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে সব জলই ছাড়া হয়েছে ডিভিসি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনার করেই। নির্ধারিত জল ছাড়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানানোর প্রথা মেনে চলেছে ডিভিসি। সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৪,২৩,১৬৩ কিউসেক জল ঢুকলেও ছাড়া হয়েছে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ মাত্র ২,৫০,৮৮৫ কিউসেক। ফলে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থেকেছে ৪০.৭১ শতাংশ। ১৭-০৯-২০২৪-এ সকাল ৬-টায় সর্বোচ্চ ৪,২৩,১৬৩ কিউসেক জল ঢুকলেও জল ছাড়া হয়েছে মাত্র ৯০,৬৬৪ কিউসেক। ফলে, বন্যার জলের ৭৮.৫৬ শতাংশই ধরে রাখা গেছে। নিম্ন উপত্যকার নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ স্থির করতে সম্ভাব্য সবরকম প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এমনকি পাঞ্চেত বাঁধকে নির্ধারিত অধিগৃহীত জমির অতিরিক্ত নির্মাণ করতে অনুমতি দেওয়ার দায় নিয়েছে ডিভিসি। উপরোক্ত অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণে এবং বাঁধের সুরক্ষার দিকটি মাথায় রেখে মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে ১৭-০৯-২০২৪-এ সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত জল ছাড়া হয়েছে ২.৫ লক্ষ কিউসেক। তা অবশ্য ক্রমে কমিয়ে ১৯-০৯-২০২৪-এ সকাল ৬-৫০-এ করা হয়েছে ৮০ হাজার কিউসেক।

ভুল পথে আধ ঘণ্টা ছুটলো

কলকাতা অমৃতসর এক্সপ্রেস, বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতে চলতে বেমালুম পথ ভুল করলো কলকাতা-অমৃতসর-গামী দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস (১২৫৩৭)ট্রেন। এক-আধ মিনিট নয়, পাক্কা ৩০ মিনিটেরও বেশি ভুল পথে চলার পর নাকোদর স্টেশনে পৌঁছে হুঁশ ফেরে চালকের। রেলের অব্যবস্থার বেআব্রু চিত্র ফের আরও একবার প্রকাশ পেলো। ট্রেনের চালক জলন্ধর থেকে অমৃতসরের ট্র্যাক না ধরে অন্য রুটে চলে যায়। এর পর চালক ভুল বুঝতে পেরে নাকোদর স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয় হইচই, বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ক্ষুব্ধ ট্রেন যাত্রীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ট্রেনটি মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা থেকে অমৃতসরের পথে রওনা হয়েছিল। এই ঘটনার পর আলাদা ইঞ্জিন এনে ট্রেনটিকে অমৃতসরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুল পথে যাওয়ার পরও বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন ট্রেনের যাত্রীরা। প্রায় আধ ঘণ্টা ভুল ট্র্যাকে তীব্র গতিতে ট্রেন ছুটলেনও সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, কন্ট্রোল রুম, সিগন্যালের কর্মীরা কেন এত বড় ভুল তারা ধরতে পারলেন না, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

শারদীয়ার সঙ্গে তিলোত্তমাদের

নিরাপত্তায় বাড়তি নজর জেলা পুলিশের

জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : এগিয়ে আসছে শারদীয়া উৎসব, শুধু ধাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষায়। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এখন ই বাঙালিরা মেতেছে পুজোর কেনাকাটায় আর এরই সঙ্গে চলছে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নিত্য দিনের নানান কর্মসূচি। এমন আবহে নিরাপত্তায় বাড়তি নজর জেলা জুড়ে শুরু করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি তারই অঙ্গ হিসেবে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চলে নাকা চেকিং, সহ পুলিশের মহিলা বাহিনী উইনীয়ার্স দলের টহল।এই প্রসঙ্গে জেলা সদরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান যে শহরের মূল কেন্দ্র গুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

এক সপ্তাহের মধ্যে চুরি যাওয়া

শিশু কন্যাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও জিআরপির থানার তৎপরতায় উদ্ধার হলো চুরি যাওয়া ছোট্ট শিশু কন্যা।

এরপর ৩ পাতায়

মোদী ৩.০-র ১০০ দিন:

প্রথম ১০০ দিনে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এক পরিবর্তনশীল যাত্রা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেছেন, তা বাস্তবায়নের পথে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে দেশ। সমাজের কোনও অংশের জনগণ, বিশেষ করে এই উন্নয়নের যাত্রাপথে পিছিয়ে পড়ে না থাকেন, তা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ নজর দিচ্ছে। দরিদ্র মহিলা, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলারা প্রতিনিয়ত যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তা মোকাবিলায় এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে সরকারের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন

দরিদ্রদের, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবং দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে ভারত সরকার একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি চালু করেছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সাহায্যে চালানো হচ্ছে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন (ডিএওয়াইএন-আরএলএম)। দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে এবং তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে ডিএওয়াইএনআরএলএম গঠন করছে। এর মাধ্যমে গ্রামগুলিতে দরিদ্র মহিলারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহায্য করছেন। ১০ কোটি ৩ লক্ষেরও বেশি মহিলাকে ৯২ লক্ষ ৬ হাজারেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাঁদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও নজর দিচ্ছে। দারিদ্র্য-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ডিএওয়াইএন-আরএলএম। লাখপতি দিদি যোজনা: মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ উদ্যোগ লাখপতি দিদি হ'ল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এমন একজন সদস্যা, যিনি বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি আয় করতে সক্ষম হন। এই আয় অন্তত ৪টি কৃষি মরশুমের জন্য গণনা করা হবে। মাসিক গড়ে ১০ হাজার টাকা করে আয় করবেন মহিলারা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জলগাঁও-তে লাখপতি দিদি সম্মেলনে যোগ দেন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রতি আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী তাঁর সরকারের তৃতীয়কালের মেয়াদে ১১ লক্ষ মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' হওয়ার শংসাপত্র প্রদান করেন। লাখপতি দিদি যোজনার আওতায় এইসব মহিলারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছেন। আগামী বছর ৩

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে কাজে ফেরার ঘোষণা চিকিৎসকদের

২৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে নজর থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। দাবিপূরণ না হলে তারা আবার কর্মবিরতিতে যাবেন।

অনিকেত হালদার বলেছেন, অভয়ার ন্যায়বিচার ও হাসপাতালে ভয়মুক্ত পরিবেশের জন্য তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, রাজ্যের অনেক এলাকা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বন্যা কবলিত এলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির খুলবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। সুপ্রিম কোর্টে তাদের আইনি লড়াই চলবে। তেমনই তারা রাজপথে নেমে প্রতিবাদও জানাবেন।

এদিকে জুনিয়র ডাক্তারদের আরও কিছু দাবি মেনেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিবের বৈঠকের পর জুনিয়র ডাক্তাররা লিখিতভাবে তাদের দাবি ই-মেইল করে জানিয়েছিলেন। রাজ্য সরকার বিকেলে তার জবাব দিয়েছে।

স্বাস্থ্যসচিব সেখানে জানিয়েছেন, ডিউটি রুম, শৌচাগার, খাবার পানীয় ও সিসিটিভি নিয়ে মোডিকেল কলেজ সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে। মেডিকেল কলেজগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য সাবেক ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজের জায়গায় যৌন নিগ্রহের অভিযোগ-সহ সব কমিটি বহাল রাখা হবে।

স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত নারী পুলিশের ব্যবস্থা করা হবে। রাতে স্থানীয় থানার মোবাইল টিম থাকবে। সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিপদ সংকেত বা প্যানিক অ্যালার্মের ব্যবস্থা করা হবে। কোথায় কতগুলো শয্যা খালি আছে কেন্দ্রীয় স্তরে তা নজরে রাখা হবে এবং ডিজিটাল বোর্ডে সেই তথ্য থাকবে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিকিৎসক, নার্সদের খালি পদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করা হবে। রোগী বা তাদের আত্মীয়দের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

১-ম পাতার পর

কারও সঙ্গে বিশেষ বনিবনা ছিল না সন্দীপের

ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেই? প্রশ্ন ঘুরছে প্রাক্তনীদের বৃত্তে।আরজি করের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই হাসপাতালে সন্দীপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জুনিয়র ডাক্তারেরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। তাঁদের সন্দেহ ছিল, তদন্তপ্রক্রিয়াকে 'প্রভাবিত' করতে পারেন সন্দীপ। অর্থাৎ, নিজের হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে যে অধ্যক্ষ হিসাবে সন্দীপ খুব একটা 'জনপ্রিয়' ছিলেন না, তা শুরুতেই স্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অতীত বলছে, কলেজ জীবনেও সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ 'জনপ্রিয়তা' ছিল না সন্দীপের। সহপাঠীরা জানাচ্ছেন, কারও সঙ্গেই তাঁর তেমন বনিবনা হত না। মহিলাদের প্রতিও নাকি তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'দুর্বল' ছিলেন কলেজে পড়াকালীন। এখন এমন অপরাধের সঙ্গে সন্দীপের নাম জড়ানোয় বিরক্ত তাঁর প্রাক্তন সহপাঠীদের একাংশ।১৯৮৯ সালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিলেন সন্দীপ। ছ'বছর পর সেখান থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরোন। পরে অধ্যক্ষ হয়ে ওই মেডিক্যাল কলেজেই যান। সন্দীপের সঙ্গে আরজি কর থেকে ওই বছর যাঁরা পাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কৌশিক সাহা। বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক কৌশিক সন্দীপের নাম শুনেই বললেন, "ওঁকে বন্ধু বলবেন না! বলুন ব্যাচমেট।" সন্দীপকে কলেজ জীবনে পছন্দ করতেন না সহপাঠী তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁর কথায়, "শুধু আমি কেন, ওঁকে কেউই যে তেমন পছন্দ করতেন না, তা ওঁর ডাকনাম শুনলেই বোঝা যায়। কলেজে ওঁকে সবাই বিশেষ ডাকনামে ডাকত। সেই নাম অবশ্য ওঁর পছন্দ ছিল না।" সন্দীপের সহপাঠীবৃত্তে খোঁজ নিলে জানা যায়, তাঁকে 'আলু' বলে ডাকা হত। কলেজ ছেড়ে যাওয়ার অনেক বছর পরে এক বার বিমানবন্দরে এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সন্দীপের। তখন অভ্যাসবশত তাঁকে ওই ডাকনামে বলে ডেকে উঠেছিলেন তিনি। সন্দীপ তা নিয়ে যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানান তড়িৎ। এমনকি, পরে ওই সহপাঠীর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগও করেছিলেন।

প্রাক্তন সহপাঠীরা জানাচ্ছেন, মহিলাদের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'দুর্বল' ছিলেন সন্দীপ। তাঁর সেই স্বভাব নিয়েও অনেকে তাঁর উপর বিরক্ত ছিলেন। কলেজ বা হস্টেল, কোথাও সহপাঠীদের 'বন্ধু' হয়ে উঠতে পারেননি আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। সাম্প্রতিক অপরাধে নাম জড়ানোর পর তাঁর উপর প্রাক্তন সহপাঠীদের বিরক্তি আরও বেড়েছে। তড়িৎ বলেন, "ওঁর উপর আমরা সকলে বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু উনি যে এ ভাবে এমন অপরাধের সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়বেন ভাবতে পারিনি।" ১৯৮৯ সালের আরজি করের সেই ব্যাচের একটি হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। সেখানেও সন্দীপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বস্তুত, সন্দীপকে 'বন্ধু' বলতে রাজি, এমন কারও খোঁজ পাওয়া দুষ্কর বলে প্রাক্তনীরাই জানিয়েছেন। আরজি করে সন্দীপরা যে সময় পড়েছেন, নানা কারণে তখনও সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের বিক্ষোভ-আন্দোলন হত। কোনও সময়েই তেমন কোনও আন্দোলনে সন্দীপকে 'সক্রিয়' হতে দেখা যায়নি। সন্দীপের প্রাক্তন সহপাঠী চিকিৎসক কৌশিক সাহা বলেন, "ওকে তো আমরা একপ্রকার বয়কটই করেছিলাম। কখনও কোনও অনুষ্ঠান বা রি ইউনিয়নে ডাকতাম না। কলেজ শেষ হওয়ার পর কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তবে ও যে অপরাধ জগতের সঙ্গে এ ভাবে জড়িয়ে যাবে, সেটা এখনও ভাবতে পারছি না। এখন ওর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি ভাবতে অস্বস্তিই হচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, আরজি করে অধ্যক্ষ হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার প্রাক্তনীদের সংগঠনও কার্যত তুলে দিয়েছিলেন সন্দীপ। প্রাক্তন সহপাঠীদের অভিযোগ, তিনি প্রাক্তনীদের সংগঠনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি দখল করে নিয়েছিলেন। সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওই ঘরের কোনও 'দরকার' নেই।সন্দীপের প্রাক্তন সহপাঠী কৌশিক এখন একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। কৌশিক জানান, কলেজ জীবনে সন্দীপ কোনও ক্ষেত্রেই তেমন 'উল্লেখযোগ্য' কিছু করেছেন বলে তাঁদের নজরে পড়েনি। সাধারণ মেধার ছাত্র ছিলেন। কখনও তাঁর পরীক্ষার ফল 'চমকপ্রদ' ছিল না। পড়াশোনার বাইরে অন্য কোনও বাড়তি গুণও চোখে পড়েনি। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও তেমন যোগ ছিল না সন্দীপের। কৌশিকের কথায়, "কলেজের ভোটেও ওকে ডেকে-ডেকে আনতে হত।"

সেই 'সাধারণ মেধাসম্পন্ন' সন্দীপ কী ভাবে পরবর্তী কালে চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর থেকে ডিগ্রি লাভ করলেন, কী ভাবে সেখানে তিনি 'র‍্যাঙ্ক' করলেন, তা স্পষ্ট নয় তাঁর প্রাক্তন সহপাঠীদের কাছে। বস্তুত, সাম্প্রতিক অপরাধের সন্দীপের নাম জড়ানোর পর তাঁর ডিগ্রি লাভের 'প্রক্রিয়া' নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন অনেকে।

২ পাতার পর

এক সপ্তাহের মধ্যে চুরি যাওয়া শিশু কন্যাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার, ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন থেকে এক শিশু কন্যা চুরি যায়। এবং সেই অভিযোগ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দায়ের হয় ঝাড়গ্রাম জিআরপি থানায়। এবং তৎক্ষণাৎ জিআরপি থানার ওসি স্টেশনে থাকা সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়। এবং সিসিটিভি থেকেই সেই বাচ্চা সহ এক ব্যক্তিকে সিসিটিভি থেকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। এর পরেই শুরু হয় তদন্ত এক মহিলার সুত্র ধরে খোঁজ মেলে হাওড়া জেলার সরপুরা থানার শর্বেশ্বরপুরে সেই শিশু কন্যার খোঁজ মেলে। এর পরেই তড়িঘড়ি জিআরপি থানার ওসি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে চুরি হয়ে যাওয়া ওই শিশু কন্যাকে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় দুই মহিলা সহ পাচারকারী ব্যক্তি সঞ্জয় খামরুইকে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ঝাড়গ্রামের পিড়াশুল এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় এই শিশুকন্যাকে ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং এই ঘটনার মিডিল মেন রেনুকা দাসকে দিয়ে সোমারুই দাসকে বিক্রি করতে দিয়ে ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও ধৃত সঞ্জয় এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, এছাড়াও বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত আছে সঞ্জয়। এই ঘটনায় পুলিশ ধৃত তিনজনকেই গ্রেফতার করে এবং শুক্রবার আদালতে পেশ করেন এর পাশাপাশি তদন্ত করার জন্য ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে জিআরপি থানা। শুক্রবার জিআরপি থানার এসআরপি দেবশ্রী সান্যাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, "স্বামী স্ত্রী ও শিশুকন্যা ঝাড়গ্রাম স্টেশনে থাকতেন স্বামী দিনমজুরের কাজ করতেন ঝাড়গ্রাম স্টেশনে", "সেখান থেকেই ওই শিশু কন্যা চুরি হয়ে যায়" আমরা তদন্তে নামি এবং জানতে পারি এক মহিলার দীর্ঘদিন বাচ্চা না হওয়ায় ওই মহিলাকে এই শিশুকন্যাটি ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল" এবং আমরা তদন্তে নেমে শিশু কন্যাকে উদ্ধার করি, এবং মা বাবার কাছে তুলে দেওয়া হয়"। শিশু কন্যার মা ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও জিআরপি থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এই মুহূর্তে আরো এক মহাবিপদে খানাকুলের মানুষজন

বেবি চক্রবর্ত্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : খানাকুল জলের তলায় সেই কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গতকাল থেকে সমগ্র খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ফোনের নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যে সমস্ত প্রবাসী বাঙালিরা রয়েছে বা ভিন রাজ্যে কর্মসূত্রে রয়েছে তারা বাড়িতে কোনো ভাবে যোগাযোগ করতে পারছেন না, ফলে তারা চিন্তায় পড়েছেন, কারণ কেমন আছে? বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যরা। খানাকুল নিউজে মেসেজ করে জানাচ্ছেন। পাশাপাশি খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকায় নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন ও ফোনের ইন্টারনেট পরিষেবা ও বিচ্ছিন্ন তার জন্য সংবাদ দাতারা আমাদের চ্যানেলে খবর পর্যন্ত পাঠাতে পারছে না। খানাকুল সম্পূর্ণ জলের তলায় তাই কোথাও কোনো বিপদ ঘটলে প্রশাসনকে ফোন করে জানাবে সেই ফোনের নেটওয়ার্কই যদি উড়ে যায় তাহলে কিভাবে বিপদের কথা জানাবে তারা প্রশাসনকে? তাই দ্রুত ফোনের যে সমস্ত সিম কার্ড কোম্পানিগুলি রয়েছে তাদের নেটওয়ার্ক পরিষেবা দ্রুত সচল করা হয় তার জন্য এই মুহূর্তে দাবি সমগ্র খানাকুলবাসীর।

দলের রাশ নিজের হাতে

নিচ্ছেন মমতা, খুশি নেতা থেকে কর্মীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলে যে সাফাই আর সংস্কারের প্রয়োজন আছে এবং তা খুব দ্রুত করা হবে, সেই ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন দলের সেনাপতি। এবার দেখা গেল দলনেত্রী দলের হাল নিজের হাতে তুলে নিয়ে সেই সাফাই আর সংস্কার করার কাজ শুরু করে দিতে চলেছেন। নজরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।কিন্তু সেই পরামর্শ পছন্দ হয়নি খোদ মমতার। তারওপর আর জি কর কাণ্ডের(R G Kar Incident) জেরে এখনই ওই বড়সড় রদবদলের ক্ষেত্রেও তিনি হাঁটতে চাইছেন না বলেই জোড়াফুল সূত্রে খবর। পুজোর আগেই একাধিক পুরসভায় পুরপ্রধান ও উপ-প্রধান বদলের পরিকল্পনা থাকলেও আপাতত তা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়েছে। একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েত স্তরে রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে। তবে মমতা দলের পরামর্শদাতা সংস্থাকে অপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হল, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত সমীক্ষা। জেলায় কোথায় রাস্তা তৈরি প্রয়োজন, তা স্থানীয় মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৫৮ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার ০৪ আশ্বিন্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

৪৩ দিনের অবস্থানে ইতি

শেষ হল (আপাতত) ২০ সেপ্টেম্বর। এই ৪৩ দিনে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন নানা বাঁক পেরিয়েছে। আরজি কর হাসপাতালের চত্বর, লালবাজারের অদূরে ফিয়ার্স লেন থেকে সেই আন্দোলন শেষে গিয়ে পড়েছিল সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনের সামনের রাস্তায়। ১০ দিন ধরে চলেছে টানা অবস্থান। যা শুক্রবার দুপুর ৩টেয় শেষ হল।এই আন্দোলনে সিনিয়র ডাক্তারদের একটি বড় অংশ পাশে থেকেছে জুনিয়র ডাক্তারদের। সরাসরি সমর্থন এবং সাহায্যও করেছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশের বক্তব্য, সিনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশ চেয়েছিল, যাতে অন্তত পুজো পর্যন্ত কর্মবিরতি জারি থাকে। সেখানে যে 'রাজনৈতিক স্বার্থ' ছিল না, তা নয়।

জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশকে 'নরম' এবং 'কট্টর' দু'দিকের চাপের মধ্যেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে বলে দাবি অনেকের। আন্দোলনকারীদের একটি অংশ ১৫ দিনের মাথাতেই কর্মবিরতি তোলার পক্ষপাতী ছিল। অন্য অংশ 'বাইরে' থেকে প্রভাব খাটিয়ে পুজো পর্যন্ত কর্মবিরতি জারি রাখার বিষয়ে বার্তা দিয়েছিল। এ সবের মধ্যেই শুক্রবার শেষ হচ্ছে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান। আংশিক কর্মবিরতিও উঠে যাচ্ছে শনিবার থেকে। কিন্তু কৌতূহল রয়ে যাচ্ছে যে, এই দফার শেষ থেকে কি নতুন শুরুর বীজ বোনা হবে? তেমন হলে সেই আন্দোলন কি এ বারের মতোই 'ঐক্যবদ্ধ' থাকবে?জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিসি (নর্থ) এবং স্বাস্থ্য দফতরের ডিএমই, ডিএইচএস বদল করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। সে অর্থে আন্দোলনকারীদের 'বড় মাপের জয়' হয়েছে। কিন্তু তার আগে ৪৩ দিনের ইতিহাস দেখেছে অন্দরের টানাপড়েন, মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব। যা শুরু হয়ে গিয়েছিল আন্দোলনের ১৫ দিনের মাথায়। বৃহস্পতিবারের জিবি (জেনারেল বডি) বৈঠকেও তা গড়িয়েছিল তীব্র টানাপড়েনে।

একাধিক সংগঠন বা দলের মঞ্চে বিভিন্ন মতামত থাকবেই। সেটাই দস্তুর। একাধিক রাজনৈতিক দল যখন কোনও 'জোট' বা 'ফ্রন্ট' গড়ে, সেখানেও মতানৈক্য থাকে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম জমানাতেও থেকেছে। বড় শরিক সিপিএমের বিরুদ্ধে ছোট শরিক আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লকের ক্ষোভ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে। ২০১১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যেই মতানৈক্যের জেরে সেই জোট ভেঙে এবং মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল, তার 'প্রমাণ' হিসেবে অনেকেই বার বার দীর্ঘ সময় ধরে চলা জিবি বৈঠকের কথা বলছেন। সেই বৈঠকে যে মতানৈক্য বেধেছে, তা আন্দোলনকারীরা পরোক্ষে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। যখন তাঁরা বলেছিলেন, "৩০ জন একটা বৈঠকে থাকলে ৩০ রকমের মতামত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল, আমরা সকলেই পাঁচ দফা দাবি নিয়ে একজোট হয়ে লড়ছি।"কার্যত আন্দোলন শুরুর সময় থেকেই জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশ কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সূত্রের খবর, অগস্টের ২২-২৩ তারিখ নাগাদই কর্মবিরতিতে ইতি টানতে চেয়ে দাবি উঠে যায় বৈঠকে। ঘটনাচক্রে, তাঁরা একটি বামপন্থী দলের ছাত্র সংগঠনের অঙ্গ। কিন্তু অন্য অংশ আবার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে 'একরোখা' ছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের তরফে তখন থেকেই 'সেতুবন্ধন' করার চেষ্টা হচ্ছিল। জুনিয়র ডাক্তারদের যে অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন নবান্নের 'দূতেরা', তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁদের। তবে এ-ও ঠিক যে, তাঁরা আন্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে যাননি।সরকারের তরফে যাঁরা আন্দোলনকারীদের 'মধ্যপন্থী' অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন, তাঁদের নিয়েও প্রশ্ন থেকেছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, শহরের দুই বিশিষ্ট চিকিৎসককে 'মধ্যস্থতাকারী' হতে অনুরোধ করা যায় কি না, তা নিয়ে সরকারি স্তরে একাধিক বার আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে আর যাওয়া হয়নি। ফলে সরকারের 'সদিচ্ছা' নিয়েও আন্দোলনকারীদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হয়েছিল।এমনিতে জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চে একাধিক সংগঠনের প্রভাব রয়েছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যে সংগঠনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সূত্রের খবর, কর্মবিরতি তুলে নিয়ে কাজে ফেরার পক্ষে তারাই বেশি সরব ছিল। অন্য দিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং এসএসকেএমের জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বের বড় অংশ কর্মবিরতি জারি রাখার পক্ষে ছিলেন। সূত্রের দাবি, আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে অভ্যন্তরে মতানৈক্য ছিল। কিন্তু তা কখনওই প্রকাশ্যে আসেনি। সাংবাদিক সম্মেলনে অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদার, কিঞ্জল নন্দ, রুমেলিকা কুমার মুখোপাধ্যায়দের 'স্বর' আলাদা হলেও 'সুর' একই থেকেছে। কারও স্বর 'কড়া' আবার কারও 'নরম' হলেও দাবি আদায়ের বিষয়ে 'সুর' ছিল এক। ফলে সামগ্রিক ভাবে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জনমানসে আন্দোলনকে 'ঐক্যবদ্ধ' রাখতে পেরেছেন তাঁরা।শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থান তুলে নেওয়া নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। একটি অংশ 'হতাশ' বলেই খবর। একান্ত আলোচনায় অনেকে তা গোপনও করছেন না। কর্মস্থলে নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে 'হুমকি সংস্কৃতি' (থ্রেট কালচার) শেষ পর্যন্ত নির্মূল না হলে আবার নতুন উদ্যমে এই আন্দোলন শুরু করা যাবে কি না, তা নিয়েও দোলাচল কাজ করছে অনেকের মধ্যে। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের বড় অংশ মনে করছে, হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামো গঠনের যে দাবি তাঁরা তুলেছিলেন, তা রাজ্য সরকার মেনে নিলেও 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করা নিয়ে সে অর্থে কোনও 'নিশ্চয়তা' দেয়নি। জুনিয়র ডাক্তারদের প্রায় সব অংশই কাজে ফেরার বিষয়ে 'ইতিবাচক' মনোভাবের কথা বলেছিলেন। কিন্তু একটি বড় অংশ চেয়েছিল, রাজ্য সরকারের থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এবং 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করার বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত না করেই অবস্থান তুলে নিতে হচ্ছে বলে মত একটি অংশের।তাঁদের আরও বক্তব্য, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বদল বা স্বাস্থ্য দফতরের দুই শীর্ষকর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জনমানসে 'জয়োল্লাস' তৈরি করলেও কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবিটিই মৌলিক। সেটিই এখনও পুরোপুরি মেটেনি, বিশেষত 'থ্রেট কালচার' সংক্রান্ত বিষয়ে। যা অনেকের কাছেই হতাশার। তবে প্রকাশ্যে 'ঐক্য'ই দেখাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। জানিয়ে রাখছেন নতুন আন্দোলনের কথাও।

জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশ মনে করছে, এক বার অবস্থান উঠে গেলে নতুন করে তা গড়ে তোলা মুশকিল। তখন সরকার আবার নিজের 'মূর্তি' ধারণ করতে পারে। ভবিষ্যতে আবার আন্দোলন শুরু করতে হলে তা যাতে 'ঐক্যবদ্ধ' ভাবে হয়, সে কথাও মাথায় রাখার কথা বলছেন কেউ কেউ। জুনিয়র ডাক্তারদের অনেকের এ-ও বক্তব্য যে, থ্রেট কালচারের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে মেডিক্যাল কলেজগুলির অন্দরে 'ঘুঘুর বাসা'। যা আসলে আর্থিক অনিয়মের চক্র। তা নির্মূল না করা গেলে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের ভবিষ্যতে নানা ভাবে 'বিপন্ন' করা হতে পারে। সেই কারণেই আরও চাপ' তৈরি করে রাজ্য সরকারের থেকে সেই সংক্রান্ত দাবি আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন অনেকে। প্রসঙ্গত, জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিটি জিবিতেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং তুলে নেওয়া নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার যে জিবি বৈঠকে আপাতত আংশিক কর্মবিরতি প্রত্যাহারের (শনিবার থেকে জরুরি পরিষেবার কাজে ফিরবেন তাঁরা) সিদ্ধান্ত হয়, সেখানেও তীব্র তর্কবিতর্ক চলেছে বলেই খবর। বৃহস্পতিতে আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারেরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন। অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলির জুনিয়র ডাক্তারেরা তত সংখ্যায় ছিলেন না। অনেকের বক্তব্য, বৃহস্পতিবারের জিবিতে 'নরমপন্থী' অংশ যে তাদের লোক বাড়িয়ে দেবে, তা তাঁরা ধরতে পারেননি। ফলে মতামতের ভারে তাদের পিছিয়ে থাকতে হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মত ভাবেই কর্মবিরতি আংশিক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তবে 'নরমপন্থী' অংশের দিক থেকেও যে যুক্তি আসছে তা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ওই অংশের মতে, সরকার যে পর্যন্ত দাবি মেনে নিয়েছে তা আন্দোলনের 'বিরাট জয়'। যে কোনও আন্দোলনকেই কোথায় থামতে হবে, কোথায় এগোতে হবে, কোথায় খানিক পিছোতে হবে তা জানতে হয়। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ দাবিদাওয়া মিটে যাওয়ার পরও যদি সব দাবি আদায়ের 'গোঁয়ার্তুমি' করা হত, তা আখেরে ক্ষতি করত আন্দোলনেরই। আন্দোলনের যাঁরা সমর্থক, তাঁদেরও অনেকে মনে করেছেন, কালীঘাট বৈঠকে 'সাফল্যের' পর কর্মবিরতি থেকে সরে আসাটা উচিত ছিল। তা ছাড়া, সরকারি হাসপাতালের রোগীদের স্বার্থ দেখার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এও শুনেছি পড়ি নামক কোন সুন্দরী মহিলা এসে পবিত্র সুন্দর ছেলে ও মেয়েদেরকে নাকি তুলে নিয়ে চলে যায় পরী। এসব ছিল গল্প কথা। বহু মানুষ গিয়ে সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা মন্দির তন্ত্রসাধকদের এক অনন্য পবিত্র তীর্থ , দশমহাবিদ্যা সাধনা লাভ করেছে অনেকে । ছোটবেলা থেকে কামাখ্যা যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল থাকলেও আজকের দিন পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

দক্ষিণেশ্বরের গেলে একটা সময় আদ্যাপীঠ যেতাম , অনেকবার সন্ধ্যা আরতি দেখার সময় হয়েছিল। একবারই ভোগ খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম । তারপরে প্রায় বহু বছর কেটে গেল আদ্যা মায়ের কাছে আর আমার যাওয়া হয়নি। আদ্যাপীঠের মূল কাহিনী জানান ইচ্ছা আমার ছিল তাই সুযোগ হল জানা, আর যতটুকু জেনেছি সে কথাগুলো আবার লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইলাম ।আদ্যাপীঠ মঠ প্রায় ২৭ বিঘা জায়গা জুড়ে অবস্থান করে। এই মন্দিরে দেবী আদ্যার মূর্তি ছাড়াও রয়েছে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানরত মূর্তি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুর ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পৈতৃক নাম অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য। তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। সালটা ছিল বাংলার ১৩২১। দক্ষিণেশ্বর লাগোয়া এই কালীক্ষেত্র নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় কবিরাজি পড়তে এসেছেন অন্নদা ঠাকুর। কবিরাজি পাশ করার প্র্যাকটিস করবেন এমন ঠিক করেছেন। এমন সময় রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলেছিলেন তোমার কবিরাজি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

দলের রাশ নিজের হাতে নিচ্ছেন মমতা, খুশি নেতা থেকে কর্মীরা

সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে তাদের। তার ভিত্তিতে সংস্থার তরফে দল ও সরকারকে একটি রিপোর্ট দেওয়া হবে। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা পুরসভা ও গ্রামীণ এলাকায় যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তা বাতিল না করে আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। প্রয়োজনে পড়া তা কাজে লাগাতে চান। বিশেষ করে, এলাকা-ভিত্তিক পুরপ্রধান ও উপ-প্রধানদের বদল করা হলে ওই দুই পদে কাকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে তা আগামী দিনে গুরুত্ব পেতে পারে এই পরামর্শদাতা সংস্থার রিপোর্ট।

লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হবে। সূত্রে জানা গিয়েছিল সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিচ্ছে দলের পরামর্শদাতা সংস্থা। তাঁরা জেলায় জেলায় আলাদা করে সমীক্ষার কাজ করাও শুরু করে দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছিল, এই সংস্থা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে যে রিপোর্ট দেবে তা দলের সাফাই ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে। কিন্তু এখন তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতা নিজেই নাকি নির্দেশ দিয়েছেন এই সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখতে। দলীয় সূত্রে খবর, পুজোর আগে এই কাজ নিয়ে এগোতে চাইছেন না তিনি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আর জি কর কাণ্ডজুড়ে রাজ্যজুড়ে যে সামাজিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা বিরোধী দলগুলি চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখে, এখন দলের সংগঠনে বড়সড় কোনও পরিবর্তন চাইছেন না খোদ মমতা। আর সেই কারণেই তিনি দলের পরামর্শদাতা সংস্থাকে সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি দলের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যাপারে কিছু করার থাকলে তিনিই তাদের জানাবেন। জোড়াফুল শিবিরের দাবি, রাজ্যজুড়ে যে অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে তা দেখেই মমতা সংগঠন নিয়ে একটু ধীরে এগোতে চাইছেন। হয়তো যা সাফাই হওয়ার বা যা সংস্কার হওয়ার তা ঠিকই হবে। কিন্তু তা এখনই নয়। সম্ভবত তা হবে উৎসব মরশুম(Festive Season) পার হয়ে গেলে। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের পরামর্শদাতার সংস্থার তরফে নাকি দলকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের যে সব পুরসভা, পুরনিগম, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় লোকসভা নির্বাচনে দল পিছিয়ে পড়েছে সেই সব ক্ষেত্রে পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতির পদে পরিবর্তন ঘটাতে।

৩ পাতার পর

মোদী ৩.০-র ১০০ দিন: প্রথম ১০০ দিনে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এক পরিবর্তনশীল যাত্রা

কোটি লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প আরও এগিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার তহবিল মঞ্জুর করেছেন, যা থেকে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় ৪৮ লক্ষ সদস্যা উপকৃত হবেন। ৫ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হবে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৫ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি সদস্যাকে। লাখপতি দিদি যোজনায় ইতিমধ্যেই ৩ কোটি নতুন সদস্যা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অর্থনৈতিক সাহায্য মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে তাঁদের কাজ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে এবং গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মজবুত করবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫: নারী শক্তিতে বিশেষ দৃষ্টি

অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২০২৪-২৫ এর কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে দেশের উন্নয়নে নারী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রককে ৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ মহিলাদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে, তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং মহিলাদের হস্টেলগুলিতে সুবন্দোবস্ত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১) চাকরিজীবী মহিলাদের হস্টেল ও ক্রেশ: কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে সরকার বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রের সঙ্গে একযোগে চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য হস্টেল তৈরি করা ও ক্রেশ স্থাপনের কাজ করছে। এই উদ্যোগ মহিলাদের কাজ করার যথাযথ পরিবেশ প্রদান করবে এবং তাঁদের শিশুদের যত্নের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। ২) দক্ষতা ও কর্মসংস্থান: মহিলাদের দক্ষ করে তুলতে রাজ্য সরকার ও শিল্প ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে একযোগে একটি প্রকল্প চালু করছে কেন্দ্র। এই উদ্যোগ ৫ বছরে ২০ লক্ষেরও বেশি যুবতীকে দক্ষ করে তুলবে। এরফলে, মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে উঠবেন। ৩) মুদ্রা ঋণ: যেসব মহিলা উদ্যোগপতিরা সঠিকভাবে তাঁদের পূর্ববর্তী ঋণ মিটিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হচ্ছে। এর ফলে, মহিলাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা হবে।

৪) সুসংহত অর্থনৈতিক সুযোগ: স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, জাতীয় আজীবিকা মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার মতো প্রকল্পগুলি মহিলাদের উদ্যোগপতিদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাঁদের অর্থনৈতিক সম্পদ আরও বাড়াতে পারবে এবং ব্যবসায় মহিলাদের নেতৃত্বদানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ৫) স্ট্যাম্প ডিউটি: কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ পরিমাণ স্ট্যাম্প ডিউটির হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করবে এবং পরবর্তীতে মহিলারা কোনও সম্পত্তি কিনলে সেক্ষেত্রে শুল্ক হার কমানোর বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে। এই সংস্কার নগরোন্নয়ন প্রকল্পের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই উদ্যোগ মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সাহায্য করার পাশাপাশি ভারতের উন্নয়নগাঁথায় তাঁদের অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করবে। এছাড়াও, অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এর আগে অন্তর্বর্তী বাজেটের সময় জানান যে, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় মহিলা উদ্যোগপতিদের ৩০ কোটি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় মহিলাদের নথিভুক্তিকরণ ২৮ শতাংশ বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই): মহিলা ক্ষমতায়নের অন্যতম পথ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের গৃহীত অন্যতম একটি বিশেষ উদ্যোগ হ'ল আবাস ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) - এর আওতায় ৭০ শতাংশেরও বেশি বাড়ি মহিলাদের নামে বন্টন করা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে এবং মালিকানা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। ২০২৪ সালের জুন মাসে এই প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি ২১ লক্ষ বাড়ি মঞ্জুর করা হয়। এরপর, সরকার আরও অতিরিক্ত ৩ কোটি বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পিএমএওয়াই-এর মূল বিষয় হ'ল - এটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং নিম্ন আয়ের মহিলাদের বাড়ির মালিকানা প্রদানে সাহায্য করে। এই প্রকল্প মহিলাদের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়, তা নয়, তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং তাঁদের নিজেদের পরিধিতে আত্মমর্যাদা বাড়াতেও সহায়ক। এছাড়াও, এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাড়িগুলি গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তুলতে সহায়ক। বাড়ি নির্মাণের সময় গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। গ্রামীণ এলাকার রাজমিস্ত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এর মধ্যে মহিলা কর্মীও রয়েছেন। স্থানীয় বাজারে উপলব্ধ সামগ্রী দিয়ে যথাযথভাবে বাড়ি তৈরির দক্ষতা প্রদান করে এই প্রশিক্ষণ। এরফলে, স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। পর্যটন ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পর্যটন মিত্র উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রয়াস গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, তা মোকাবিলায় স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান ও যৌথ সমন্বয়ের প্রয়োজন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্বে মহিলাদের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার কাজে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যাতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন এবং নিজেদের স্বনির্ভর করার পাশাপাশি, দেশ ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে অংশ নিতে পারেন, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাঁদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সম্পদ প্রদান করা হয়। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস'- এই মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান সরকার তার কার্যকালের প্রথম ১০০ দিনে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে শক্তি ভিত গড়ে তুলতে কাজ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, আবাস-স্থলে নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে ভারতীয় মহিলারা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছেন কেবলমাত্র তাই নয়, তাঁরা দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথে অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠছেন। সরকার এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়নের পথে কোনও মহিলা যাতে পিছনে পড়ে না থাকেন, সেদিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে সরকার।

সিনেমার খবর

সাইফের ওপর যে জন্য বিরক্ত কারিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড জগতের এক বড় নাম সাইফ আলি খান। ভারত ছাড়িয়ে গিয়ে বিদেশের মাটিতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে সাইফ আলি খানের। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি অর্থের কোনও অভাব নেই এই বলি তারকার। পাশাপাশি তারকার ব্যক্তিগত জীবনের দিকে উঁকি মারলে দেখা যায়, সাইফ আলি খান দুইবার বিয়ে করেছেন এবং তার চার সন্তান রয়েছে। মোটামুটি সকলেই জানেন প্রথমে অমৃতা সিংকে বিয়ে করেছিলেন সাইফ আলি খান। অমৃতা-সাইফের দুই সন্তান- সারা আলি খান এবং ইব্রাহিম আলি খান। এরপর অমৃতা সিংয়ের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সাইফ আলি খান বিয়ে করেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুরকে। বর্তমানে সাইফ-কারিনার দুই সন্তান রয়েছে। তারা হলেন তৈমুর এবং জাহাঙ্গীর। কিছুদিন আগেই জন্ম নিয়েছে জাহাঙ্গীর। সেই নিয়ে বেশ কিছুদিন তুমুল চর্চা চলেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়াতে। তবে দুই সন্তানের মা হওয়ার পর সাইফের নামে এক বড় কথা প্রকাশ্যে বলে ফেলেছেন করিনা কাপুর যা আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। করিনা কাপুর সম্প্রতি এমনই এক কথা ফাঁস করেছেন যা শুনে অবাক সকলেই। বর্তমানে তৈমুর এবং জাহাঙ্গীরকে নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন অভিনেত্রী। এরমধ্যেই সাইফ তার স্ত্রী কারিনাকে তৃতীয় সন্তানের মা বানাতে পারেন। এমন কথা নিজের মুখেই বলেছেন অভিনেত্রী। এই বক্তব্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। আসলে চতুর্থ সন্তান এরপর পঞ্চম সন্তান কেন নেবেন সাইফ এই নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। সাইফ যেন থামতেই চাইছেন না। সাইফের এমন করার সম্ভাবনার পিছনে এক মজবুত কারণ দেখিয়েছেন কারিনা কাপুর। কারিনা কাপুর তার স্বামীর এমন করার সম্ভাবনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সাইফ আলি খান প্রতি দশকে অর্থাৎ ১০ বছর অন্তর অন্তর বাবা হয়েছেন। সেই হিসাবে আমি ভয় পাচ্ছি যে, ৬০ বছর বয়সের সাইফ আমাকে আবার মা না বানিয়ে ফেলে। তবে এমন মন্তব্য করে সকলের সামনেই হাসতে শুরু করেন বেবো।

'ভূত' নিয়ে ফিরছেন অক্ষয়

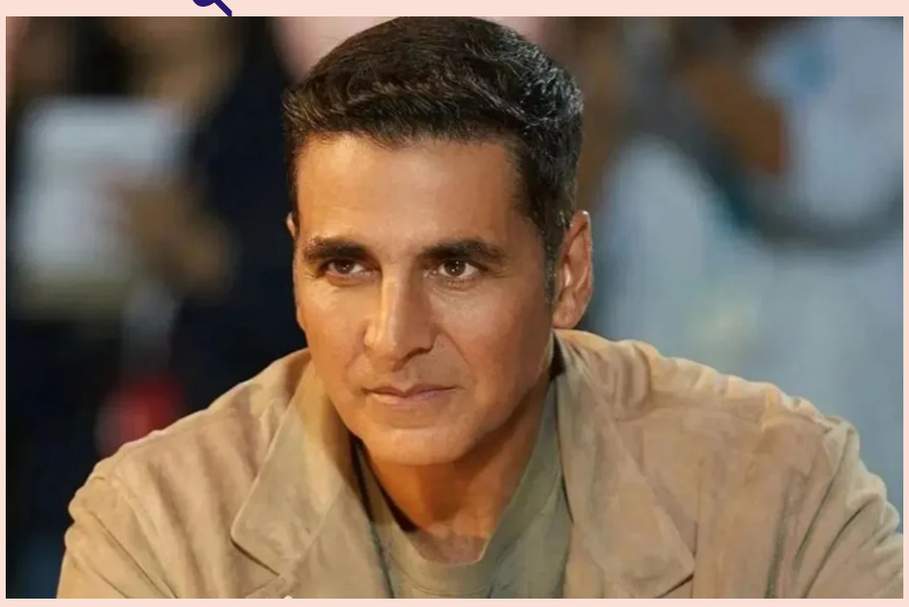

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কোভিড মহামারীর পর থেকে মন্দা দশা যাচ্ছে বলিউডি অভিনেতা অক্ষয় কুমারের। দর্শকদের তিনি যাই উপহার দিচ্ছেন না কেন, তাতে কারো মন 'ভরছে না'। কিন্তু অক্ষয় ক্ষান্ত হচ্ছেন না, এবার তিনি আসছেন ভূতের সিনেমা নিয়ে।

সিনেমার নাম 'ভূত বাংলা'; পরিচালনা করছেন নন্দিত পরিচালক প্রিয়দর্শন। আর এর মাধ্যমে ১৪ বছর পর এই নির্মাতা-অভিনেতা জুটি ফের এক হতে চলেছেন। অতীতে অক্ষয়-প্রিয়দর্শন 'ভুল ভুলাইয়া', 'হেরা ফেরি', 'ভাগম ভাগ' থেকে 'গরম মাসালা'সহ একটার পর একটা ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

১৪ বছর দুজনের এক সঙ্গে কাজ না করার কারণ মান-অভিমান। তবে এখন সেসবের অবসান হয়েছে। নতুন সিনেমার ঘোষণা এসেছে অভিনেতার ৫৭তম জন্মবার্ষিকীতে। ওইদিন সিনেমার যে মোশন পোস্টার প্রকাশ হয়েছে, তাতে খিলাড়ির রহস্যময় চরিত্রের ঝলক দেখা গেছে। সেখানে দেখা গেছে, অক্ষয়ের চোখেমুখে রহস্যজনক অভিব্যক্তি, এবং হাতে দুধের বাটি ও ঘাড়ে কালো বিড়াল।

সিনেমার গল্প আবর্তিত হবে কালোজাদু ঘিরে। অক্ষয়ের পাশাপাশি দেখা যেতে পারে আলিয়া ভাটকে, আবার কিয়ারা আদভানির কথাও শোনা যাচ্ছে। চলতি বছরের শেষ দিকে অক্ষয়কে নিয়ে এই সিনেমার শুটিং শুরু করবেন প্রিয়দর্শন। বেশিরভাগ শুটিং হবে কেরালা, শ্রীলঙ্কা ও গুজরাটে। 'ভূত বাংলো' মুক্তি পাবে ২০২৫ সালে।

চলতি বছর অক্ষয়ের 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা', 'সরফিরা' মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু খুব একটা সাফল্য পাননি নায়ক। 'স্ত্রী ২' সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাকে। আগামীতে আসতে চলেছে 'খেল খেল মে'। এই সিনেমায় অক্ষয়ের সঙ্গে থাকছেন ফারদিন খান, বাণী কাপুর, তাপসী পান্নু। আর চলতি বছর মুক্তি পাবে অক্ষয় অভিনতীত 'স্কাই ফোর্স' এবং 'সিংহম এগেইন'।

চমক নিয়ে ফিরছেন ইমরান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দি সিনেমায় অভিনেতা ইমরান খানের উত্থান হয়েছিল অনেকটা উল্কার গতিতে। তার অভিনীত 'জানে তু ইয়া জানে না', 'কিডন্যাপ' ছবি এখনও দর্শকের মনে গেঁথে আছে। এছাড়াও 'কাভি কাভি আদিতি' গানের সেই এক প্রেমিক ছাত্রের চরিত্র এখনও স্মরণ করেন দর্শকেরা। কিন্তু হঠাৎ কী হল এই অভিনেতার, ২০১৪ সালের পর থেকে আর পর্দায় দেখাই গেল না তাকে!

ইমরানের ক্যারিয়ার এত দ্রুতই মুখ থুবড়ে পড়বে, তা কেউই ভাবেনি আগে। একটা সময়ে এসে অভিনয় ছেড়ে বিনোদন জগৎ থেকে বহুদূরে সরে যান তিনি। সেও আজ প্রায় ১০ বছর হতে চললো। যদিও সামাজিক মাধ্যমে মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে।

টুকটাক নিজেদের অনুরাগীদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেন ইমরান। কিন্তু সেই অবসর এবার কাটাতে চলেছেন তিনি! সবাই কে চমক দেখাতে নায়ক হয়েই ফিরছেন এই অভিনেতা।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, নিজের 'কামব্যাক'-এর জন্য ওটিটিকে বেছে নিয়েছেন ইমরান। জানা গেছে, একসময় যে ঘরানার ছবির জন্য বেড়ে গিয়েছিল তার ভক্তের সংখ্যা, সেই মিষ্টি প্রেমের ছবির গল্পেই আবার দেখা যাবে ইমরানকে। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন দানিশ আসলাম, যিনি ইমরান-দীপিকাকে নিয়ে 'ব্রেক কে বাদ' ছবিটি তৈরি করেছিলেন। সূত্রের খবর, এই ছবি ইমরান অভিনীত চরিত্রটি তার বাস্তব বয়সের সঙ্গে মানানসই। আর গল্পটাও নাকি এমন যেখানে ইমরানের অভিনয়ের শক্তিশালী দিকগুলো ভালো করে ফুটে উঠবে।

তবে এখানেই চমকের শেষ নয়। সেই সূত্র আরও জানিয়েছে, ওই ছবির প্রযোজকের দায়িত্বে রয়েছেন আমির খান। সম্পর্কে ইমরানের মামা আমির, যার হাত ধরে বলিউডে পা রেখেছিলেন ইমরান। আমিরের প্রযোজনা সংস্থায় তৈরি ছবি 'জানে তু ইয়া জানে না'-য় আত্মপ্রকাশ করে রাতারাতি তরুণীদের 'হার্টথ্রব' হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এদিকে জল্পনা, এই ওয়েব ছবিতে নাকি একটি ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যেতে পারে আমির খানকে।

মমতাকে কেন কুর্নিশ জানালেন দেব?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উপস্থিত হয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকদের ধর্নামঞ্চে। এ খবর শোনা মাত্রই সামাজিকমাধ্যমে তাকে কুর্নিশ জানালেন দেব। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তার বার্তা, "আগেও দেখেছি, আপনি কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আজ আবার দেখলাম নিজের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।"

একই সঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লিখেছেন, "দিদি, আপনাকে কুর্নিশ জানাই এই উদ্যোগের জন্য।" এর পরেই রাজ্যবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার শাসকদলের সাংসদের অনুভূতি। ধর্নামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি যেমন আশার আলো দেখিয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের, একইভাবে আশাবাদী তিনিও। সে কথাও লিখেছেন দেব "আশা করছি, শান্তি, ন্যায়, সম্মান সব ফিরে আসুক।"

আরজি কর-কাণ্ডের প্রথম থেকে সরব সাংসদ-প্রযোজক-অভিনেতা। একেবারে শুরুতে তিনি বিদেশে ছিলেন। সেখান থেকে তার প্রথম পদক্ষেপ, আগামী ছবি 'খাদান'-এর টিজারমুক্তি পিছানো। ১৪ অগস্ট প্রথম রাত দখলের ঘোষণা। সে দিন দেবের ছবির টিজারমুক্তির কথা ছিল। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে তরুণী চিকিৎসকের নির্যাতন-মৃত্যু প্রত্যেককে পথে নামিয়েছিল। সেই অনুভূতি ছুঁয়ে গিয়েছিল তাকেও। দেশে ফিরে আর্টিস্ট ফোরামের ডাকা সমাবেশ মঞ্চে প্রথম প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন দেব। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "সকলের মতো আমিও অপরাধী বা অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি চাইছি। এমন শাস্তি, যা বাকিদের ভয় পাইয়ে দেবে। এ রকম ঘৃণ্য কাজ করার আগে অভিযুক্ত দ্বিতীয় বার ভাববে।"

পাশাপাশি তিনিও শাস্তি হিসেবে ফাঁসির কথা বলেন। এও জানান, মেয়েকে নয়, এখন ছেলেদের 'গুড টাচ', 'ব্যাড টাচ' শেখাতে হবে।

শুক্রবার ছিল তাঁর পূজার ছবি 'টেক্কা'র ট্রেলারমুক্তি। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিতে দেবের সঙ্গে রয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, রুক্মিণী মৈত্র, সৃজা দত্ত-সহ এক ঝাঁক খ্যাতনামী অভিনেতা। অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে টোটা রায়চৌধুরীকে। প্রচারে এসে দেব এ দিনও বলেন, "আমরা কেউ চাই না, আমাদের রাজ্যে ও দেশে কখনও আরজি করের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক। প্রত্যেক নারী যেন স্বাধীন ভাবে নিজের মনের মতো করে বাঁচতে পারেন, এটাই চাই।"

সৃজিতের পায়ে ধরেও 'রাজকাহিনী' ছবিতে কাস্টিং পাইনি, মুখ খুললেন স্বস্তিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। ব্যক্তিজীবনে খুব অল্প বয়সেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গে জড়িয়েছিল তার নাম। যাদের একজন নির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায়। টলিউডে তাদের প্রেমের খবর ছিল ওপেন সিক্রেট। যদিও বহু বছর আগে এ জুটির সম্পর্ক ভেঙেছে। সৃজিত বাংলাদেশের মডেল-অভিনেত্রী রাফিয়াথ রশীদ মিথিলার সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন। অন্যদিকে স্বস্তিকা এখনও সিঙ্গেল মাদার হিসেবেই থেকে গেছেন। দীর্ঘদিন পর প্রাক্তন সৃজিতের নির্দেশনায় 'টেক্কা' সিনেমায় কাজ করেছেন স্বস্তিকা। এতে অভিনয় ও প্রযোজনাও করেছেন দেব। আগামী ৮ অক্টোবর মুক্তি পাবে এই সিনেমা। তার আগে ১৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেল সিনেমাটির টিজার।

টিজার প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সৃজিত মুখার্জি, স্বস্তিকা মুখার্জি, দেব, রুক্মিনীসহ অনেকে। এসময় স্বস্তিকাকে দেখা যায় পরিচালক সৃজিতের সঙ্গে। সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের পুরোনো প্রেম নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। যেখানে স্বস্তিকাকে বলতে শোনা যায়, যখন সম্পর্কে ছিলাম অনেকেই বলেছিলেন, আমি নাকি সৃজিতের জন্য কাজ পাই। কিন্তু মনে আছে, 'রাজকাহিনী'তে একটা চরিত্র দেওয়ার জন্য আমি রীতিমত সৃজিতের পায়ে ধরেছিলাম। আমাদের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়েছে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। এটাই আমাদের প্রেম ভাঙার মূল কারণ হতে পারত। সৃজিত কখনও সম্পর্কের খাতিরে কাউকে কাজ দেয় না।

তিনি আরও বলেন, 'সৃজিতের সঙ্গে আমার করা প্রতিটি কাজ দর্শকের পছন্দ হয়েছে। ভবিষ্যতেও আবারও কাজ করলে নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।'

অন্যদিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমার বহু প্রেম হয়েছে। শুধু স্বস্তিকা নয়, তাদের প্রত্যেককেই বলেছিলাম, আমার কাজ আর সম্পর্কের জায়গা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। আমার সঙ্গে প্রেম করছে মানে তাকে কাজ দেব তা একেবারেই নয়।'

স্মরণীয় জয়ে লিভারপুলকে

থামালো নটিংহ্যাম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লীগে শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছিল লিভারপুলের। নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই অনায়াস জয় পেয়েছিল অলরেডসরা। শনিবার ঘরের মাঠে বিপক্ষে এটি চারে চার করার আশায় ছিল আর্নে স্লটের দল।

তবে স্বাগতিকদের চমকে দিয়ে স্মরণীয় এক জয় পেয়েছে নটিংহ্যাম। প্রিমিয়ার লিগে শনিবার লিভারপুলের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে নটিংহ্যাম। আসরে এই প্রথম গোল হজম করল আর্না স্লটের দল। টানা তিন জয়ের পর পেল প্রথম হারের তেতো স্বাদ। অন্য দিকে নটিংহ্যাম পেল আসরে প্রথম জয়।

৫৫ বছর পর অ্যানফিল্ডে জয় পেল নটিংহ্যাম। ১৯৬৯ সালের পর অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে নটিংহ্যামের প্রথম জয়ের নায়ক ক্যালাম হাডসন-ওডোই। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতি আক্রমণ থেকে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে জাল খুঁজে নেন তিনি।

প্রথমার্ধে স্বাগতিকরা দাপট দেখায়। ১৭তম মিনিটে লুইজ দিয়াজ পোস্টে আঘাত করেন। বাকি সময়ে আক্রমণে গেলেও লিভারপুলের অ্যাটাকাররা ছন্দে ছিলেন না। সুযোগ তৈরি করতে পারলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি।

সুযোগ নষ্টের মাশুল শেষ পর্যন্ত গুনতে হয়েছে লিভারপুলকে। ৭২তম মিনিটে অ্যান্থনি এলাঙ্গা খুঁজে পান ক্যালাম হাডসন-ওডোয়কে। চমৎকার ক্রসে ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার কাট করে ঢুকে পড়েন, তারপর বাঁকানো শটে গোলকিপার আলিসনকে পরাস্ত করেন।

স্লটের অধীনে প্রথম তিন ম্যাচে কোনও গোলই হজম করেনি লিভারপুল। চতুর্থ ম্যাচে গোলপোস্ট অক্ষত রাখতে না পারলেও পয়েন্ট আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল তারা। শেষ দিকে সুযোগ নষ্ট হয়। কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে ভার্জিল ফন ডাইকের হেড গোলবারের ওপর দিয়ে গেলে সমতা ফেরাতে পারেনি তারা।

চার ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই থাকলো লিভারপুল। তবে তাদের চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থান সুসংহত করলো ম্যানসিটি (১২)।

কোহলি-গম্ভীরের সম্পর্ক কেমন?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরু হতে চলেছে কিছু দিন পরেই। লাল বলের ক্রিকেটে প্রথম বার কোচিং করাতে নামছেন গৌতম গম্ভীর। তার আগে ফের বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পীযূষ চাওলা সাফ জানিয়েছেন, গম্ভীর এবং কোহলির মধ্যে এখন কোনও ঝামেলা নেই।

ইউটিউবের একটি অনুষ্ঠানে পীযূষ বলেছেন, "এক বার আমি এবং গৌতি ভাই একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোহলি ৫০তম শতরান করার সময় কার বলে রান নিয়েছিল? আমি বলতে পারিনি। কিন্তু গৌতি ভাই সঠিক উত্তর দিয়েছিল। তার পরেই বলেছিল, 'এখন নিশ্চয়ই আপনারা আর বলবেন না যে, আমাদের মধ্যে কোনও ঝামেলা রয়েছে'। আসলে গৌতি ভাই আলাদা একটা মানুষ। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা।"

কেন গম্ভীর কোচ হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেটের মঙ্গল হয়েছে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন চাওলা। বলেছেন, "গৌতি ভাইয়ের সবচেয়ে ভাল গুণ কোনটা জানেন? ও আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। খোলা মনে খেলতে দেবে এবং সারাক্ষণ পাশে থাকবে। যদি ও আপনার মধ্যে প্রতিভা দেখতে পায় তা হলে আপনার পাশে থাকবে। সে আপনি ১৪টা ম্যাচে যা-ই করুন না কেন। একজন ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়ানো খুব বড় ব্যাপার।"

গম্ভীরের নেতৃত্বে ৪-৫ বছর খেলার অভিজ্ঞতা থেকে চাওলা জানিয়েছেন, মাঠের ভেতরে গম্ভীর যতটা আগ্রাসী, মাঠের বাইরে ততটাই ভদ্র। এমনকি, তিনি মজা করতেও পারেন।

কেইনের হ্যাটট্রিক, মুসিয়ালার দ্রুততম গোল,বায়ার্নের গোল উৎসব

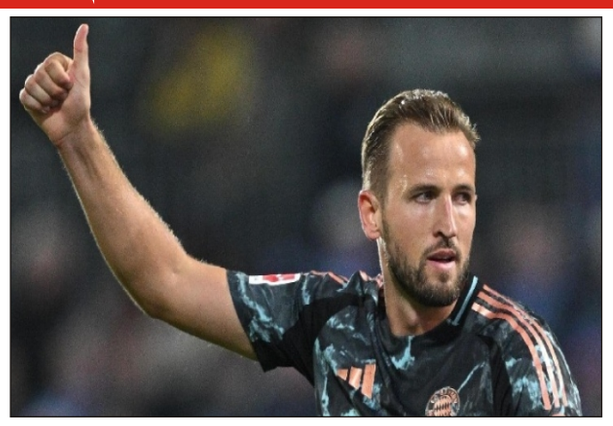

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হোলস্টেইন কিয়েল-বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচের বয়স তখন সবে মাত্র ১৪ সেকেন্ড।মাঠে আসা দর্শকরা কিছু বুঝে উঠার আগেই জামাল মুসিয়ালার গোল।এই তরুণ ফরোয়ার্ডের ১৪ সেকেন্ডে করা গোলটি বুন্দেসলীগা ইতিহাসের তৃতীয় দ্রততম।প্রমোশ পেয়ে এ মৌসুমে লীগে টিকেট পাওয়া দলটির বিপক্ষে এরপর ম্যাচ জুড়েই গোল উৎসব করেছে বায়ার্ন।যার মূল নায়ক হ্যারি কেইন।

প্রতিপক্ষের মাঠে বুন্দেসলীগার ম্যাচটি ৬-১ ব্যবধানে জিতেছে বাভারিয়ানরা।হ্যাটট্রিক করেছেন কেইন।মুসিয়ালার পাশাপাশি একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন রেমবার্গ ও মাইকেল ওলিস।

বায়ার্নের হয়ে দ্বিতীয়া মৌসুমের এসে অবশেষে হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।একই সাথে গোলের দেখা পেলেন বুন্দেসলীগার ১৮ টি দলের সবকটির বিপক্ষেও।

দাপুটে এ জয়ে চার ম্যাচের চারটিতে জিতেই লীগ টেবিলে শীর্ষে উঠে এল ভিনসেন্ট কোম্পানি শিষ্যরা।অন্যদিকে বুন্দেসলিগায় বড় জয় পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লেভারকুসেন। হফেনহেইমের মাঠে জাবি আলনসোর দলের জয় ৪-১ গোলের। বড় জয়ে জোড়া গোল করেছেন বোনিফাসে। এ ছাড়া লেভারকুসেনের হয়ে একবার করে লক্ষ্যভেদ করেছেন টেরিয়ের এবং ভাইরটজ। হফেনহেইমের একমাত্র গোলটি বেরিশার।

হল্যান্ডের রেকর্ডে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতল সিটি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইতিহাদে কিছু বুঝে উঠার আগেই ম্যানচেস্টার সিটি সমর্থকদের চমকে দিয়েছিল ব্রেন্টফোর্ড।রেফারি ম্যাচ-শুরুর বাঁশি বাজানোর পর সেকেন্ডের কাঁটা ২২-এ যেতেই ইওয়ান উইসার হেডে এগিয়ে গেল সফরকারীরা। ঘরের মাঠে এরপর সিটির ঘুরে দাঁড়িয়ে পাওয়া জয়ের নায়ক আর্লিং হল্যান্ড।

ইতিহাদে শনিবার লিগ ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে গত চার আসরের চ্যাম্পিয়ন সিটি।ইয়োয়ান উইসা শুরুতে ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই দুটি গোল করেন সিটির এই নরওয়েজীয় তারকা।প্রতিপক্ষে গোলরক্ষের দৃঢ়তায় বঞ্চিত হয়েছেন মৌসুমের তৃতীয় হ্যাটট্রিক দেখে।। লিগে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

এই ম্যাচে জোড়া গোল করে নতুন রেকর্ড করলেন হল্যান্ড।প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে মৌসুমের প্রথম চার ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল (৯) করার রেকর্ড গড়েছেন ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। আগের রেকর্ড ছিল ওয়েইন রুনির, ২০১১-১২ মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে প্রথম চার ম্যাচে ৮ গোল করেছিলেন তিনি।

ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে শুরুটা দুঃস্বপ্নের মতো হয়েছিল সিটিজেনদের। খেলা শুরুর বাঁশি বাজার পরপর গোল হজম করে বসে পেপ গার্দিওলার দল। প্রথম মিনিটে ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে নেন ইয়োয়ানে উইসা। খুব কাছ থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেছেন তিনি।

তবে দ্রুতই সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে যায় সিটি।১৯ তম মিনিটে হল্যান্ডের সৌজন্যে পেয়ে যান সমতাসূচক গোলের দেখা।

হল্যানশ তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন ম্যাচের ৩২ মিনিটে। গোলকিপার এদেরসনের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সামনে এগিয়ে ব্রেন্টফোর্ড গোলকিপার মার্ক ফ্লেকেনকে ফাঁকি দিতেই সমস্যাই হয়নি।

চার ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি।অন্যদিকে নটিংহ্যামের বিপক্ষে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া লিভারপুল সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় অবস্থানে।

দুই পেনাল্টিতে রিয়ালের তিন পয়েন্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও কিলিয়ান এমবাপ্পের গোলে সোসিয়েদাদের মাঠে ২-০ গোলে জিতে কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। রিয়ালের দুটি গোলই এসেছে পেনাল্টি থেকে। রিয়ালের প্রথম গোলটি আসে ম্যাচের ৫৮ মিনিটে। পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস। রিয়ালের পরের গোলটিও আসে পেনাল্টি থেকে। ভিনিসিয়ুসকে বক্সের ভেতর ফাউল করলে পেনাল্টি পায় রিয়াল। ৭৫ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি তারকা এমবাপ্পে।

লা লিগায় শুরুর তিন ম্যাচে গোলশূন্য থাকার পর বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে চতুর্থ ম্যাচে জোড়া গোলের পর পঞ্চম ম্যাচেও গোল করে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

রিয়াল ম্যাচ জিতলেও সোসিয়েদাদের মাঠে অবশ্য শুরু থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল। একাধিকবার এগিয়েও যেতে পারত সোসিয়েদাদ।

সোসিয়েদাদের তিনটি শট ফিরে এসেছে পোস্টে লেগে। একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন এমবাপ্পেও, কিন্তু গোলের দেখা পাননি।

ইনজুরি থেকে ফিরেই

মেসির ঝলক, মায়ামির দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরি থেকে ফিরেই দুর্দান্ত ঝলক দেখিয়েছেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। নিজে করেছেন জোড়া গোল, পাশাপাশি আরও এক অ্যাসিস্টে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিপক্ষে মায়ামিকে বড় জয় এনে দিয়েছেন তিনি। কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পুরো সময় খেলতে পারেননি মেসি। অ্যাঙ্কলের চোটে এরপর এই তারকার মাঠে নামার অপেক্ষা ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছিল। অবশেষে মাঠে তো ফিরলেনই, দলকেও উপহার দিয়েছেন ৩-১ গোলের দুর্দান্ত এক জয়।

এদিন ম্যাচে গোলের শুরুটা করেছে ফিলাডেলফিয়া, সময়টা ৩ মিনিটে গড়ানোর আগেই মিকায়েল উরে মায়ামি গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে সফরকারীদের লিড এনে দেন। স্বাগতিকদের সেই হতাশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক, প্রথমার্ধের মাঝামাঝিতে ৪ মিনিটের মধ্যেই জোড়া গোল করে মেসি মায়ামিকে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরায়। ২৬ মিনিটে প্রথমে লুইস সুয়ারেজ বল বাড়ান এবং ৩০ মিনিটে জর্দি আলবা সহায়তা করেন পরের গোলটিতে।

বর্তমান ও সাবেক দুই সতীর্থের সহায়তায় যেমন প্রথমার্ধে গোল করেছেন, দ্বিতীয়ার্ধে তার একটি শোধ দিলেন মেসি। ম্যাচ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে চলছিল। তখন আলবিসেলেস্তে ফরোয়ার্ডের অ্যাসিস্টে দলকে তৃতীয়বার আনন্দের উপলক্ষ্য এনে দেন সুয়ারেজ। মায়ামিও মেসিকে পাওয়ার ম্যাচে দারুণ জয়ে মাঠ ছাড়ে।

আজকের জয়ে মায়ামি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষস্থান আরও পাকাপোক্ত করলো। চলতি মৌসুমে ২৮ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৫ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৬২। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে তারা।

লিভিংস্টোন ঝড়ে স্লান শর্টের কীর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। নিজের জাতটা আবারও চেনাতেই হতো। কার্ডিফে গতপরশু রাতে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সেই লিয়াম লিভিংস্টোনকেই দেখা গেল, যেমনটা দেখতে চান ইংল্যান্ডের ভক্তরা। অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ১৯৩ তাড়া করতে নেমে ৮.২ ওভারে ৭৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। কিন্তু সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ৬ বল হাতে রেখে ৩ উইকেটে জয়ের নেপথ্য নায়ক লিভিংস্টোন।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা জ্যাকব বেথেলের কথাও বলতে হবে। নবম ওভারে ফিল সল্ট (২৩ বলে ৩৯) অস্ট্রেলিয়ার ওপার্টটাইম স্পিনার ম্যাথু শর্টকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে আউট হন। এরপর চতুর্থ উইকেটে লিভিংস্টোনের সঙ্গে ৪৭ বলে ৯০ রানের দারুণ এক জুটি গড়েন বেথেল। এর মধ্যে কারও অবদান কারও চেয়ে কম নয়। লিভিংস্টোন এই জুটিতে করেন ২৩ বলে ৪৪, বেথেল ২৪ বলে ৪৪। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে বেথেল (৪৪) যখন শর্টের বলে আউট হলেন, জয় থেকে ২৩ বলে ২৫ রানের দূরত্বে ইংল্যান্ড। ম্যাচটি না দেখে থাকলে ভাবতে পারেন, এরপর তো ইংল্যান্ডের জিততে আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়!

না, তা না হলেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এরপরও ৩টি উইকেট তুলে নিয়েছে। বেথেল আউট হওয়ার ২ বল পর স্যাম কারেনকেও তুলে নেন শর্ট। ১৯তম ওভার শুরুর আগে জয়ের জন্য যখন ১২ বলে ১৩ রানের প্রয়োজন, তখন সেই ওভারের প্রথম ৩ বল থেকেই ১২ রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড। এর মধ্যে একটি করে চার ও ছক্কা লিভিংস্টোনের। মজার ব্যাপার হলো, ইংল্যান্ড এরপরও উইকেট হারিয়েছে টানা দুই বলে! শর্টের করা ওই ওভারের চতুর্থ বলে বোল্ড হন ক্যারিয়ারের ৫০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪৭ বলে ৮৭ রান করা লিভিংস্টোন। তার ইনিংসে ছিল ৫ ছক্কা ও ৬ চার। পরের বলে ব্রাইডন কার্স আউট হলেও শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করেন আদিল রশিদ। অস্ট্রেলিয়া এ ম্যাচে সাত বোলার ব্যবহার করেছে। ৭ নম্বর বোলার হিসেবে ২২ রানে ৫ উইকেট নেন শর্ট। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে প্রথম ওপেনার হিসেবে ছেলেদের টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেট নিলেন শর্ট।

এর আগে টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ফিল সল্ট। ১৪ বলে ৩১ রান করা হেড ৪.২ ওভারে আউট হওয়ার আগে দলীয় স্কোরবোর্ডে ৫২ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়াকে ভালো শুরু এনে দেন। অস্ট্রেলিয়ার বড় সংগ্রহের পেছনে রয়েছে কয়েকটি জুটির অবদান। ২৪ বলে ২৮ রান করা ওপেনার শর্ট দ্বিতীয় উইকেটে জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের সঙ্গে ২৭ বলে ৩৫ রানের জুটি গড়েন। তৃতীয় উইকেটে জস ইংলিসের সঙ্গে ২৩ বলে ৩২ রানের জুটিও গড়েন তিনে নামা ম্যাগার্ক। ২ ছক্কা ও ৪ চারে ৩১ বলে ৫০ রানে আউট হওয়া ম্যাগার্ক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ফিফটি তুলে নেন ২৯ বলে। এরপর সপ্তম উইকেটে অ্যারন হার্ডিকে নিয়ে ক্যামেরন গ্রিনের ১৬ বলে অবিচ্ছিন্ন ৩৬ রানের জুটিতে বড় সংগ্রহ নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। ৮ বলে ১৩ রানে অপরাজিত ছিলেন গ্রিন। ৯ বলে ২০ রানে অন্য প্রান্ত ধরে রাখেন হার্ডি। স্যাম কারেনের করা ২০তম ওভার থেকে ২০ রান তুলে নেন দুজন। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-১ ব্যবধানে সমতায় ফিরল ইংল্যান্ড। ম্যানচেস্টারে আজ রাতে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR